দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 SEP 1986
পৃষ্ঠা ... 10 কলাম 5

দুইটি জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় মনোনয়নে দুর্নীতির অভিযোগ

গাইবান্ধা, ও ঝিনাইদহ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের জন্য মনোনয়ন নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আমাদের গাইবান্ধা সংবাদদাতা জানিয়েছেন, চলতি অর্থ বছরে সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী গাইবান্ধা জেলার সাতটি উপজেলার প্রত্যেকটিতে দুটো করে মোট ১৪টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। উপজেলা পরিষদ প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ সাপেক্ষে এসব বিদ্যালয় বাছাই করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠাবেন।

কিন্তু অভিযোগ পাওয়া গেছে ১০/১২ বছর আগে যেসব বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদফতরের রেজিস্ট্রেশন নিয়েছে, সেগুলো মনোনয়ন থেকে বাদ পড়েছে আবার সদ্য রেজিস্ট্রেশনকৃত কোন কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বাছাই করা হয়েছে। অথচ মনোনয়নের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের সময়কাল অন্যতম প্রধান শর্ত।

কোন কোন ক্ষেত্রে লেনদেনের গুজবও শোনা গেছে।

ঝিনাইদহ

আমাদের ঝিনাইদহ সংবাদদাতা জানিয়েছেন, ঝিনাইদহ জেলার ৫টি উপজেলায় ৬১২টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের জন্য মনোনীত করার ব্যাপারে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগে বলা হয় কোন কোন নতুন বিদ্যালয় সরকারীকরণের জন্য বাছাই করা হয়েছে। কিন্তু পুরনো স্কুল বাদ পড়ে গেছে। যেমন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার খোদা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু এটি মনোনয়ন করা হয়নি।

অপরদিকে ঝিনাইদহ জেলার ৭১টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মঞ্জুরী না পাওয়ায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের প্রায় ১০ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এই বিদ্যালয়গুলোর সাড়ে ৪ শ শিক্ষক শিক্ষিকা হতাশ হয়ে পড়েছেন। তারা সরকারী মঞ্জুরী লাভের আশায় বিগত ১০/১২ বছর থেকে প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষকতা করে আসছেন।

১৯৭৯ সালে এক সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি জরিপ কমিটির তদন্তের মাধ্যমে জেলায় ২০টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু [illegible] সেগুলো মঞ্জুরী লাভ কর[illegible] পারেনি।